১ম বর্ষপূর্তি

কৃষি, শিল্পের উন্নয়নে
আপনাদের সাথে
আপনাদের পাশে

বর্ধমান জিলা পরিষদ

২০১৪

নতুন আশা, নতুন দিশা, নতুন পথ
এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের বিজয় রথ

বর্ধমান জিলা পরিষদের

আমাদের কথা

সময় পাল্টায়। মানুষ পাল্টায়। সমাজ পাল্টায় - পাল্টায় না জীবনের গতি। সেই গতিশীলতাকে সজীব রেখে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেওয়াই হল আমাদের মতাদর্শ। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্ব বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও মতাদর্শকে সামনে রেখে চলতে শুরু করেছে বর্ধমান জিলা পরিষদের জয়যাত্রার রথ।

যে ধরবে রথের রশি - সেই পুণ্যবান। বর্ধমান জিলা পরিষদ সেই পুণ্য যাত্রার পুণ্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করতে বদ্ধপরিকর।

সুদীর্ঘকাল ব্যাপী কংস রাজের অত্যাচারে বিপর্যস্ত পিচ্ছিল পথ — রথ চালানো কঠিন, ভগ্ন - কন্টকাকীর্ণ কর্দমাক্ত পথ - স্তব্ধ করে দিতে চায় রথের গতি। কিন্তু না। প্রতিজ্ঞার শক্তিতে বলীয়ান আমরা - দায়বদ্ধ মানুষের কাছে, আগামী প্রজন্মের কাছে। সাথে আছে অসংখ্য মানুষ; চিরন্তন মানবত্মা, চিরন্তন সংগ্রাম - আমরা সংগ্রামী। তাইতো মানুষের সমালোচনা আমাদের হতাশ করে না। আমরা তাকে গ্রহণ করে সঠিক চলার পথের পাথেয় করি।

হনুমানের লঙ্কাকান্ডে বিপর্যস্থ লন্ডভন্ড - আহত বোরুদ্যমান বাংলাকে অন্ধকারের বন্দিদশা থেকে নিয়ে এসেছি মুক্ত অঙ্গনে। নতুন প্রজন্মের কাছে, নতুন স্বপ্নের জানালা খুলে দিতে চাই। সরকারের প্রকল্প ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছাক — সবাই জানুক — সবাই পাক — কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি, কুটির শিল্প থেকে ভারী শিল্প — সংস্কৃতি থেকে বিনোদন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, খাদ্য, রাস্তা-ঘাট, শিশু সুরক্ষা, নারী শিক্ষার প্রসার — সর্বত্র খুশীর হাওয়া — মানুষের সহযোগিতা ভালোবাসায় এগিয়ে চলার লক্ষ্যে বর্ধমান জিলা পরিষদ অবিচল। তপশীলি জাতি-উপজাতি, সংখ্যালঘু, ও.বি.সি., আদিবাসী ভাই-বোন সাধারণ মানুষ আনন্দে উদ্বেলিত। আমরা এগিয়ে চলেছি-লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে — নতুন পথে — নতুন ভাবনায় — নতুন কর্মসূচী নিয়ে পঃ বঃ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই বর্ধমান জিলা পরিষদের অঙ্গীকার।

ডঃ সৌমিত্র মোহন
জেলা শাসক

দেবু টুডু
সভাধিপতি

প্রিয়া সুত্রধর
সহঃ সভাধিপতি

মমতা ব্যানার্জ্জী
ममता बैनर्जी
ممتا بنرجی
Mamata Banerjee

মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
وزیراعلیٰ مغربی بنگال
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

শুভেচ্ছাবার্তা

বর্ধমান জেলা পরিষদের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৪, জেলা পরিষদের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে পালন করা হবে জেনে খুশি হলাম।

এই উপলক্ষ্যে এই জেলার 'মা-মাটি-মানুষ'কে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আগামী দিনেও বর্ধমান জেলা পরিষদ মানুষের পাশে থেকে মানুষের উন্নয়নে সামিল হোক, এই আশা রইল।

সকলকে জানাই শারদীয়ার ও ঈদোজ্জহার আগাম শুভেচ্ছা।

(মমতা ব্যানার্জ্জী)

শ্রী দেবু টুডু
সভাধিপতি
বর্ধমান জেলা পরিষদ
কোর্ট কম্পাউন্ড
বর্ধমান

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah-711 102
West Bengal, India
Tel : + 91-33-22145555, + 91-33-22143101
Fax : + 91-33-22144046, + 91-33-22143528

সুব্রত মুখার্জী
মন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তর
৮ম তল, নব মহাকরণ
১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ০৩৩ ২২৪৮ ২১৩০, ২২৪৮ ১৮৪৩ (ফ্যাক্স)
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর,
যৌথ প্রশাসনিক ভবন
এইচ. সি.-৭, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ১০৬
দূরভাষ : ০৩৩ ২৩৩৪ ৫৫৪০, ২৩৩৫ ৩৩৫৪ (ফ্যাক্স)

শুভেচ্ছাবার্তা

আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর ,২০১৪ বর্ধমান জিলা পরিষদের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে নানাবিধ সাংস্কৃতিক আনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ধমান জিলা পরিষদের 'বর্ষপূর্তি' অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হবে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে উদ্যোক্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ।

সুব্রত মুখার্জী
(সুব্রত মুখার্জী)

সভাধিপতি
বর্ধমান জিলা পরিষদ
কোর্ট কম্পাউন্ড,
বর্ধমান।

গৃহ : ১৫/১এ, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৯, দূরভাষ : ০৩৩ ২৪৪০ ৬৪০১, ফ্যাক্স : ২৪৪০ ৯২১৮
ইমেল : mic@wbphed.gov.in / micpnrd@gmail.com

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি

জেলা জল ও স্বাস্থ্য বিধান সেল

আমাদের জেলায় ২০০১-২০০২ সাল থেকে স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীটিকে একটি অভিযানের আকারে নেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। ২০০১ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় সারা জেলায় গ্রামাঞ্চলে মাত্র ২৭.৪৩ শতাংশ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ছিল। ব্যাপক অংশের মানুষের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সকলের আন্তরিক যৌথ প্রয়াসে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মোট নির্মল পঞ্চায়েতের ঘোষণা হয়েছে ১৩৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতি। কিন্তু তা সত্বেও খোলা মাঠে মলত্যাগ বন্ধ করা কোনভাবেই সম্ভব হয় নি।

নির্মল ভারত অভিযান কর্মসূচী নতুন রূপে আসার জন্য এবং প্রকৃত অর্থে এলাকাকে নির্মল করার জন্য ২০১৩ সালে একটি বেস লাইন সার্ভে করা হয়েছে, এই সার্ভের ভিত্তিতে এখন থেকে শৌচাগার নির্মাণের কাজ চলছে।

শৌচাগার নির্মাণের সামগ্রী সরবরাহের জন্য স্যানিটারী মার্টের পাশাপাশি Pvt. Entrepreneur এর সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণের পর উপভোক্তাকে সঙ্গে নিয়ে শৌচাগারের ছবি তোলা আবশ্যিক।

নির্মল ভারত অভিযানে বি পি এল পরিবারের পাশাপাশি কিছু চিহ্নিত এ পি এল পরিবারও সরকারি সাবসিডি পাবেন। বর্তমানে মূল্য- ১০০০০ টাকা, এর মধ্যে এন বি এ সাবসিডি ৪৬০০ টাকা এবং উপভোক্তা দেয় অংশ ৯০০ টাকা এবং MGNREGS থেকে ৪৫০০ টাকা।

প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কঠিন ও তরল বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ নিষ্কাশন কর্মসূচী গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়াড়ী ও কমিউনিটি শৌচাগার নির্মাণের জন্য সার্ভে অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব কেন্দ্র সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে।

গত ০৯.০৯.২০১৩ তারিখে বর্ধমান জেলা পরিষদ নতুনভাবে গঠিত হওয়ার পর পারিবারিক শৌচাগার তৈরীর কাজে এক অভূতপূর্ব গতি এসেছে।

গত সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত নির্মল ভারত অভিযানের অগ্রগতির তথ্য নিম্নরূপ -

বৎসর	BPL পরিবারে শৌচাগার	APL পরিবারে শৌচাগার	মোট নির্মিত শৌচাগার	বিদ্যালয় শৌচাগার	অঙ্গনওয়াড়ী শৌচাগার	কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে জুলাই ২০১৪	৯০০২৭	২২৫৫৪	১১২৫৮১	১০	১০২	৭ গ্রাম পঞ্চায়েত

২০১৪-১৫ সালের লক্ষ্যমাত্রা -

বৎসর	BPL পরিবারে শৌচাগার	APL পরিবারে শৌচাগার	মোট নির্মিত শৌচাগার	বিদ্যালয় শৌচাগার	অঙ্গনওয়াড়ী শৌচাগার	কমিউনিটি টয়লেট কমপ্লেক্স	কঠিন ও তরল বর্জ্য নিষ্কাশন কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে
২০১৪-১৫	৭৯৪৯৯	১৩০৯২০	২১০৪১৮	৬২০	১০০০	১০০	৬৭ গ্রাম পঞ্চায়েত

এই বৎসর বর্ধমান জেলার গঙ্গা নদীর তীরবর্তী ১৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল করে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও জেলার আরও ৪৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল করে গড়ে তোলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

নির্মল পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিকস্তর থেকে স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে সকলের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করে বর্ধমান জেলা পরিষদ কতকগুলি পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর উদ্দেশ্য ও রূপায়ন পন্থা, তার ফলাফল সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিভিন্ন মাধ্যম - তথ্যচিত্র, ট্যাবলো, বিজ্ঞাপন নিদর্শনের সাহায্যে তুলে ধরেছে এবং এখনও অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করা যায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই বর্ধমান জেলাকে প্রকৃত নির্মল জেলা হিসাব গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর
জেলা - বর্ধমান

- বিগত বছরে ১৪টি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে এবং ২৮টি নতুন স্বাস্থ্য-উপকেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে।
- বিগত বছরে ৩০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে।
- ৫টি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়েছে।
- নবজাত শিশু রোগীদের জন্য ১৭টি SNSU (Sick New Born Stabilizing Unit) তৈরী করা হয়েছে
- Care SNSU (Sick New Born Unit)-এর সফলতার জন্য শিশু মৃত্যু হার কমানো সম্ভব হয়েছে।
- শিশুসাথী প্রকল্পের সাফল্যের সঙ্গে সূচনা — যে প্রকল্পে ০-১৮ বছর বয়সী সবাই বিনামূল্যে হৃদযন্ত্রের শল্যচিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেয়ে থাকে।
- বিদ্যালয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচী — সাফল্যের সঙ্গে অগ্রগতি হয়েছে।
- পাঁচ বছর বয়স অবধি সব শিশুকে বছরে দুবার ভিটামিন-এ তেল ও কৃমির ওষুধ সেবন কর্মসূচীর সূচনা।
- শিশুদের ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণ পক্ষ উদযাপন।
- জাতীয় আয়রন প্লাস কর্মসূচীর সূচনা

- উচ্চ বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক আয়রন বড়ি সেবনের কর্মসূচীর সাফল্যের সাথে অগ্রগতি হয়েছে।
- রাষ্ট্রীয় কিশোর স্বাস্থ্য কার্য্যক্রমের সূচনা (RKSK)
- জননী সুরক্ষা যোজনার সুফল গর্ভবতী মায়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।
- জননী শিশু সুরক্ষা কার্য্যক্রম গত বছরের তুলনায় অনেক সফলতা অর্জন করেছে।
- সমগ্র প্রসবের ৯৫ শতাংশ প্রতিষ্ঠানিক প্রসব। আমাদের লক্ষ্য ১০০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানিক প্রসব।
- ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, জাপানীজ এনসেফেলাইটিসের বিরুদ্ধে সচেতনতা এবং চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।
- HIV/AIDS সচেতনতা ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থার উন্নীতকরণ করা সম্ভব হয়েছে।
- চোখের ছানি (Cataract) অপারেশনের মাধ্যমে বহু প্রবীন নাগরিকদের অন্ধত্ব নিবারণ করা গিয়েছে।
- বিদ্যালয়ে চক্ষু পরীক্ষা পরিষেবা দিয়ে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্লকস্তরে প্রতিবন্ধী শিবিরের মাধ্যমে প্রতিবন্দীদের শংসাপত্র প্রদান।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদযাপিত হয়েছে।

বর্তমান আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য দপ্তর যে কাজগুলো করবে -

- ফাইলেরিয়া প্রতিরোধে সচেতনতা ও সমগ্র মানুষকে ফাইলেরিয়া প্রতিরোধের জন্য ওষুধ সেবন।
- পেন্টাভেলেনন্ট (Pentavalent) ভ্যাকসিন কর্মসূচীর সুচনা
- District Early Intervention Centre বর্ধমান মেডিকেল কলেজে স্থাপন হবে যাতে ছাত্ররা সুসংহত ভাবে রেফারেল পরিষেবা পেতে পারে।
- পালস পোলিও কর্মসূচী।

পূর্তকার্য ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতি

ক) এক বছরে পূর্তদপ্তরের অনুমোদন প্রাপ্ত চালু/সম্পন্ন হওয়া কাজের খতিয়ান

বিবরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)
আর আই ডি এফ -এ অনুমোদিত প্রকল্প	গ্রামীণ রাস্তা - ৯টি (৫০.৭৫ কিমি) মার্কেট কমপ্লেক্স - ১টি	২৭৪৩.৯৮
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদ তহবিলে পানীয় জলের ব্যবস্থা	২৫০টি নলকূপ	২৫১.৬৪
কৃষি মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান এর আধুনিকীকরণ	১টি	১৩০.৪০
কালনা পলিটেকনিক বিল্ডিং নির্মাণ	১টি	৭৯.৩৬
জিলা পরিষদের রাস্তার সংস্কার	৭৫টি রাস্তা (১৩০ কিমি দৈর্ঘ্য)	১১৪৩.৪৩
জিলা পরিষদের বিভিন্ন কার্যালয়, সংস্কৃতি, ওরগ্রাম সমন্বয়ী,	১০টি	১০৮.২৮
ইত্যাদির সংস্কার		
জিলা পরিষদের রোড রোলারের মেরামতিকরণ এবং বাণিজ্যিক ব্যবহার	১২টি	৭.২৫
আর আই ডি এফ প্রকল্পের বাঁকা নদীর উপর অশ্বত্থগড়িয়ায়, দেবখালের উপর খাটুন্দিতে সেতু নির্মাণ	২টি	৫৫০.২৫
অনাময় হাসপাতালে বিল্ডিং নির্মাণ (দ্বিতীয় তল)	১টি	১৫০.২১

খ) এক বছরে পূর্তদপ্তরের প্রস্তাবিত কাজের খতিয়ান

বিবরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)
আর আই ডি এফ-২০তে পাঠানো প্রকল্প	গ্রামীণ রাস্তা - ১৫টি ৭৫.৮৩ কিমি. দৈর্ঘ্য	৪৯২৩.৩৩
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদের তহবিলে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তথা বাণিজ্যিক কেন্দ্র	৫টি	২৫০.০০
পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ণ পর্ষদ তহবিলে পাঠানো রাস্তার প্রকল্প	৪টি	৮০০.০০
জিলা পরিষদের রাস্তার সংস্কার	৫১টি রাস্তা (১২০ কিমি দৈর্ঘ্য)	১৪২৫.০০
জিলা পরিষদের বিভিন্ন কার্যালয়ের আধুনিকীকরণ	১০টি	১০০.০০

গ) এক বছরে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজের খতিয়ান

বিবরণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ)
সম্পন্ন করা কাজের পরিমাণ (১২১ কিমি)	৩৬টি রাস্তা	৪৮০০.০০
চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় (১৩৭.৪০ কিমি)	১৬টি রাস্তা	৬০০০.৪৪
প্রস্তাবিত প্রকল্প (৪০৯ কিমি)	৯০টি রাস্তা	২০৪৫০.০০

Name of Road: 11th Mile at
road to Krishnanarayanpur.
Block: Kanksa, PMGSY Package No:

কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি

১টা বছর পার হয়ে ২য় বছরে পা রাখলাম, মানুষের ভালোবাসায়, অকুন্ঠ সমর্থনে বর্ধমান জিলা পরিষদ দীর্ঘ দিনের অচলায়তন ভেঙ্গে দেবু টুডুর নেতৃত্বে নতুন ভোর-এর আলো বাংলার মানুষের একান্ত আপনজন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছায়ায় আমরা সব বাধা পার হয়ে আমরা বর্ধমানের মানুষকে দিতে চাই "সোনাঝরা দিন"।

কৃষি সেচ ও সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের স্থায়ী সমিতির সদস্য/সদস্যারা এবং তিন ডিপার্টমেন্টের দক্ষ অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে জেলায় ঘোরা এবং সমস্ত ব্লকে ব্লকে মাটি, কৃষি, উদ্যানপালন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মেলা-২০১৪ — মেলা নয় যেন কৃষকের মনের মিলনক্ষেত্র। কৃষিক্ষেত্রে চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, আম ইত্যাদির প্রদর্শন (Crop Demonastration), ধান উৎপাদনের নিবিড়করণ পদ্ধতি, প্রত্যেক ফলের বিভিন্ন প্রজাতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন-ব্যয় হাতে কলমে, সেমিনার ছবিতে এমনকি মাটির পুতুল বানিয়ে হাতেকলমে দেখানোর জন্য সরাসরি কৃষক এবং তাদের পরিবারে সামিল হওয়া-সর্বস্তরের মানুষের মহা মিলন ক্ষেত্র।

A.D.A.-রা ব্লকে ব্লকে একটি অলিখিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ উৎপাদিত ফসল - ফল - সব্জি ও কৃষিজাত শস্য প্রদর্শনী করে গ্রাম বাংলার মানুষকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন প্রোগ্রাম :

- কিষান ক্রেডিট কার্ড-এ ইতিমধ্যে বর্ধমানে আমরা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেছি - আমাদের স্বপ্ন একজনও কৃষক K.V.C.-র বাইরে থাকবেন না।

গত একবছরে বর্ধমান জেলায় ৭৯৭৬৫ জন নূতন কৃষককে কে.সি.সি. প্রদান করা হয়েছে। এপর্যন্ত জেলায় মোট কিষান ক্রেডিট কার্ড প্রাপকের সংখ্যা ৪,৯৯,২৪০ জন। টাকার অঙ্কে যাহা ৯৯২ কোটি টাকা। সমস্ত যোগ্য কৃষক পরিবার যাতে কে.সি.সি. পায় তার জন্য প্রচার চালানো হচ্ছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- মাটি উৎসবে আমাদের স্টল এক প্রদর্শনী ক্ষেত্র
- কৃষকদের বার্ধক্যভাতা
- জল ধরো জল ভরো
- **সেচ :**

আজকের সেচ উন্নয়ন ও বন্যার হাত থেকে সুরক্ষা, গ্রামীন রাস্তা, সড়ক, সেতু এই দপ্তরের সাফল্য বর্ধমানের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এবার বোরোর চাষের সময় দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর পরে সেচের জল মন্তেশ্বর ব্লকে চাষীদের মাঠে পৌঁছে দিয়ে হাসি ফুটিয়েছি।

- **সমবায়**

অতিক্রমণ করে আসা বছরে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে

- কৃষি ঋণদান সমিতি
- গ্রামীণ কৃষকের লড়াই-এর ফসল কিষান ক্রেডিট কার্ড
- সম্পদ সৃষ্টি
- স্বনির্ভর গোষ্ঠী
- সমবায় ক্ষেত্রে ধান সংগ্রহ
- উপভোক্তা ক্ষেত্র
- পরিকল্পনা রূপায়ন

উদ্যান পালন

সব্জি ও ফুল বাজার তৈরী ঃ

- পূর্বস্থলী-২ / পারুলিয়া বাজার
  ১কোটি ৫৩ লক্ষ ৯৩ হাজার
- কাটোয়া ও কালনার — চাষীরা উপকৃত হবে।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ — ১৫০০-২০০০

গ্রীন হাউস তৈরী ঃ

- ৭টি
- ব্যয় ঃ ৩২.৭২৫ লক্ষ টাকা

পাওয়ার টীলার ঃ

- উপভোক্তা - ৯ (সরকারী ভর্তুকী - ৬০,০০০ টাকা/প্রতি জন)

পেঁয়াজ চাষে উৎসাহ প্রদান ঃ

- রবি চাষ — বিনামূল্যে উন্নত প্রজাতির বীজ প্রদান
  অতিরিক্ত ৩৪০ বিঘা চাষ
  ১২০০০ কুইন্টাল অতিরিক্ত উৎপাদন
- বর্ষা কালীন চাষ — ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে উন্নত প্রজাতির বীজ প্রদান
  অতিরিক্ত ২০০ বিঘা চাষ
  ৮০০০ কুইন্টাল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা।

ট্রাক্টর প্রদান (২০১৪-১৫) ঃ

- উপভোক্তা — ৭জন
  ভর্তুকি — ১,০০,০০০ টাকা তপসিলি জাতি/উপজাতি বা মহিলা ৭৫,০০০ টাকা সাধারণ উপভোক্তা পিছু

ফল চাষ (২০১৪-১৫) ঃ

- এলাকা সম্প্রসারণ — দুর্গাপুর ও কালনা মহকুমার চাষীরা উপকৃত হবে।
- মোট বরাদ্দ — ২৮ লক্ষ টাকা

শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি

সর্বশিক্ষা মিশন (২০১৩-১৪)

- নতুন শ্রেণী কক্ষ তৈরীর জন্য ব্যয় — ২২৭.২ লক্ষ টাকা
- বই র‍্যাক তৈরীর জন্য ব্যয় — ২৫৭.৫ লক্ষ টাকা
- ছাত্রীদের জন্য শৌচালয় নির্মাণ — ১০০৫.০২ লক্ষ টাকা
- ৪০১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সামগ্রী বাবদ প্রদান — ২০০.৫ লক্ষ টাকা
- ৯৩২টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা সামগ্রী বাবদ প্রদান — ৬৫.২৪ লক্ষ টাকা
- বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষন খাতে প্রদান — ৩৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা
- অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ইউনিফর্ম বাবদ প্রদান — ৩৩৬৪.২৪ লক্ষ টাকা
- ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্য পুস্তক প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে দেওয়া হয়েছে।
- ২৮২৭৯ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু চিহ্নিত করণ ঃ

  বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে — ২০৭৪৫ জনকে
  ব্রেইল বই প্রদান করা হয়েছে — ৫৯৪ জনকে
  লার্জ প্রিন্ট বই প্রদান করা হয়েছে — ৪০৬৩ জনকে
  ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউয়্যান্স প্রদান করা হয়েছে — ৭৮৮০ জনকে
  এসকর্ট অ্যালায়্যান্স প্রদান করা হয়েছে — ৩৫৬১ জনকে
  প্রতিবন্ধী সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে — ২৪৩৬ জনকে

শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র (২০১৩-১৪)

- প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী — ৭৬৭৬৯ জন
- পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী — ২৫৮৯৩ জন
- সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর বিদ্যালয় পোশাক বাবদ প্রদান — ৩৬০.৪৬ লক্ষ টাকা
- তপশীলি জাতি ও উপজাতি শিক্ষার্থীদের বই ক্রয় বাবদ প্রদান — ১৭.৬৩ লক্ষ টাকা
- সমস্ত শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০১৪ শিক্ষা বর্ষ

- বেসরকারী স্কুল অনুমোদন-এর জন্য গৃহীত হয়েছে — ১৮৯টি
- 'উৎকর্ষ অভিযান' এর আওতায় আনা হয়েছে — ১০১৩টি
- নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা — ৮টি চলছে এবং ১০টির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
- মিড্ ডে মিল সফল ভাবে চলছে — ৯৯শতাংশের বেশি বিদ্যালয়ে।
- ''কন্যাশ্রী'' প্রকল্প সমস্ত বিদ্যালয়ে চালু করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০১৪ শিক্ষা বর্ষ ঃ

- নিউ সেট-আপ স্কুল অনুমোদন পেয়েছে — ৭৩টি
- মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তরণ — ১০টি
- উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তরণ — ০৩টি
- 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প সমস্ত বিদ্যালয়ে চালু করা হচ্ছে।
- 'যুব সংসদ' প্রতিযোগিতা বিদ্যালয় বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।

গ্রন্থাগার দপ্তর

- ২০৯টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার-এ শিশু বিভাগ খোলা হয়েছে।
- কমিউনিটি লাইব্রেরী ও সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
- গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে — ২৫টি গ্রন্থাগারকে
- বেসরকারী গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে — ১৯টি গ্রন্থাগারকে
- জেলা গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণের কাজ চলছে।

যুব দপ্তর

- জেলার প্রতিটি স্তরে বিবেক চেতনা উৎসব আয়োজিত হয়েছে।
- ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহ দানে ক্লাবগুলিকে ২লক্ষ টাকা করে প্রদান - ৭৮টি ক্লাব
- প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভাকে ক্রীড়া সরঞ্জাম বাবদ প্রদান — ২লক্ষ টাকা করে।
- প্রতিটি ব্লক ও পৌরসভা এলাকায় রাখী বন্ধন উৎসব উৎযাপন।
- ব্লক ও জেলা স্তরে রাজীব গান্ধী খেল অভিযান কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে।
- স্টেডিয়াম তৈরীর আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে — ৩টি।
- যুব আবাস নির্মাণের কাজ চলছে — ২টি (আসানসোল, দুর্গাপুর)
- মাল্টিজিম্-এর অনুমোদন পাওয়া গেছে — ৫টি।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

- বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা ও নারী পাচার রোধে ব্লক ও পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ কর্মসূচী পালন।
- জেলার লোক শিল্পীদের নাম নথিভুক্তকরণ, সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান ও মাসিক ভাতা প্রদান।
- 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের প্রচারে ১৩৪ জন লোক শিল্পীর অংশগ্রহণে ৫৪৩টি প্রচার অনুষ্ঠান।
- ৭১টি জনমূখী প্রকল্পের জেলা জুড়ে প্রচার অনুষ্ঠানে ৩০৭ জন লোকশিল্পীর অংশ গ্রহণ।
- দুঃস্থ লোক শিল্পীদের এককালীন অনুদান প্রদান — ১৭ জন শিল্পী
- লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান — ৭টি লোক সংস্থা
- ৭দিন ব্যাপী নাট্যমেলা — (১৯-২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৪), কাটোয়া।

নারী, শিশু উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি

কন্যাশ্রী ঃ

- এই জেলায় ১লক্ষ ৪১ হাজার উপর ছাত্রী এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ছাত্রীর আবেদন অনুমোদিত হয়েছে।

কিশোরী কন্যাদের সামাজিক সুরক্ষায় গৃহীত প্রকল্প ঃ

- কন্যাশিশুর গুরুত্ব ও তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে ২৪শে জানুয়ারি ২০১৩ রাজ্যে প্রথম জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালন করা হয়। এরপর থেকে এই দিনটিকে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে।

কল্যাণমূলক আবাস (বৃদ্ধ/বৃদ্ধা/শিশু/নির্যাতিতা নারীদের জন্য) ঃ

- প্রতিটি আবাসের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে এবং এই উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করা শুরু হয়েছে। ইতি মধ্যেই ১টি হোমের নতুন ভবনের জন্য ৭০লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে।
- সরকারী আবাসে অভ্যন্তরীণ নজরদারির জন্য ক্লোজ সার্কিট টিভির ব্যবস্থা করা হচ্ছে।
- কল্যাণমূলক আবাসগুলিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়ন ঃ

- পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাজ্য নারী ক্ষমতায়নের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কর্মদক্ষতার বৃদ্ধির জন্য স্বাবলম্বন প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

নারী ও শিশু পাচার রোধে গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

- বাংলাদেশ থেকে আগত বা পাচার হওয়া নারী শিশুদের উদ্ধার, নিরাপদে ফিরে যাওয়া বা পুনর্বাসন এবং প্রত্যাবাসনের উপর পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি ব্যবহারোপযোগী নির্দেশনামা তৈরী করা হয়েছে। এই জেলায় ইতিমধ্যে একজন বাংলাদেশী মেয়েকে তার গৃহে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী কল্যাণ ঃ

- প্রতিবন্ধী অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রকল্প বাবদ প্রাপ্য অর্থ ১,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০,০০০ টাকা করা হয়েছে ও ২০১৩-১৪ সালে ১৩৫ টি আবেদন জমা পড়েছে।

ভবঘুরেদের সামাজিক সুরক্ষা ঃ

- আসানসোলের গৃহহীন মানুষদের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবঘুরে আবাসের আবাসিকদের দৈনিক মজুরি ৪টাকা ১০পয়সা থেকে বৃদ্ধি করে ৪০টাকা করা হয়েছে।

শিশু সুরক্ষা ঃ

- জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট (District Child Protection unit, DCPU) ও দুটি SAA (Special Adoption Agency) এই জেলায় অনুমোদন হয়েছে যার একটি ইতিমধ্যে তার কর্মকান্ড শুরু করে দিয়েছে।
- চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড এই জেলাতে কার্যকরী করা হয়েছে।
- কটেজ হোমের আবাসিকদের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ, মাসিক ১,১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,২৫০ টাকা করা হয়েছে।

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প ঃ

- বর্ধমান জেলার গ্রামীণ এলাকায় ৮১৭২ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫,১২,৩৪৯ জন শিশু ও ৯৪,৪৯৯ জন গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতী মায়েদের পরিষেবা প্রদান করা হইতেছে।
- শিশুদের মাথাপিছু প্রতিদিন ৬ টাকা ও মায়েদের মাথাপিছু প্রতিদিন ৭টাকা ও অতিঅপুষ্টি শিশুদের জন্য মাথাপিছু প্রতিদিন ৯টাকা পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।
- ২০১৩-১৪ সালে ৫৬০টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর তৈরী করা হইয়াছে। ২০১৪-১৫ সালে ৫৭২টি ঘর তৈরীর পরিকল্পনা করা হইয়াছে।
- ৭৪২৬টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী আর্থিক বছরে সমস্ত কেন্দ্রের জন্য ৭৪৬টি কেন্দ্রে শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হইবে।
- অতিঅপুষ্টিজনিত শিশুদের পরিবারগুলিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে।
- অতিঅপুষ্টিজনিত শিশুদের পরিবারগুলিকে জি.আর. ২৪০টাকা ও ২৫কেজি করিয়া চাল সরবরাহ করা হইয়াছে।

শিশুর টীকাকরণ

ICDS কর্মীদের meeting

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

হোমের মেয়ের বিবাহ

কন্যাশ্রী ছাত্রীদের সাইকেল বিতরণ

Police এর সাথে DCPU এর meeting

বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি

নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্প ঃ

- ১০,৯১১ পরিবারকে পাট্টা বিলি করা হয়েছে গত এক বছরে।
- হুল দিবস ২০১৪-তে কেবল মাত্র ২২২৬ জনকে পাট্টা বিলি।
- ১৫,০০০ পরিবারের তালিকা তৈরী হয়েছে যাদের আগামী ১ বছর-এর মধ্যে পাট্টা দেওয়া হবে।

রেভিনিউ সংগ্রহ ঃ

- বাংলা ১৪২০ সালে — ৮৮.৫১ কোটি টাকা - রেকর্ড ও রাজ্যে প্রথম।
- বাংলা ১৪২১ সালে — ৭৫ কোটি লক্ষ্যমাত্রা - ১২.৩০ কোটি টাকা সংগ্রহ হয়েছে।

বি.এল.ও.এল.আর.ও. এবং এস.ডি.এল.ও.এল.আর.ও. অফিস নির্মান ঃ

- ১৬ টি বি.এল.আর.ও.এল.আর.ও. অফিস নির্মাণ চলছে।
- ১৪ টি বি.এল.আর.ও.এল.আর.ও. অফিস নির্মাণের কাজ শুরু হবে।
- আসানসোল-এ এস.ডি.এল.ও.এল.আর.ও. অফিস নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

শিল্পের জন্য অতিরিক্ত জমির ব্যবস্থা ঃ

- ২টি ক্ষেত্রে শিল্পের প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত জমি রাখার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।
- ২টি ক্ষেত্রে প্রসারণের জন্য অতিরিক্ত জমির ছাড়পত্র দেওয়ার কাজ চলছে।
- কাটোয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে ঃ

- বিশ্ববিদ্যালয় -১টি
- পলিটেকনিক কলেজ -২টি
- আই.টি.আই. - ১০টি
- জেনারেল ডিগ্রি কলেজ - ১টি
- স্টেডিয়াম তৈরীর জন্য জমির ব্যবস্থা - ১টি

সমস্ত জমির রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে. ঘরে বসে যে কোন ব্যক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বর্তমান স্থিতি জানতে পারেন।

গত আর্থিক বছরে ১৮০,১০ একর সীমা বহির্ভুক্ত জমি খাস ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে ৩০০ একর জমি খাস ঘোষণা করা হবে।

৩৯৭ হেক্টর এলাকা বনসৃজন

৭৪টি বন সংরক্ষণ কমিটি তৈরী হয়েছে ঃ

- ১৭৭৫৪.০৫ হেক্টর বনভূমি রক্ষণাবেক্ষণ করছে বন সংরক্ষণ কমিটি।
- বন উৎপাদনের ২৫ শতাংশ বিতরণ হয় বন সংরক্ষণ কমিটির মধ্যে। এর আয়তায় মোট উপভোক্তা সংখ্যা - ১৯৭৬৮ জন যার মধ্যে ৭৫১৮ জন তপশীলি জাতি ৫৩৪৯ জন তপশীলি উপজাতি।

বন এলাকায় প্রবেশ পথ ও সংলগ্ন গ্রামগুলিতে উন্নয়ন মূলক কাজ ঃ

- গ্রামীণ রাস্তা উন্নয়ন
- শৌচালয় নির্মাণ
- পানীয় জলের ব্যবস্থা
- সেচের ব্যবস্থা
- মৎস চাষ ও অন্যান্য চাষের ব্যবস্থা

বন পশু কর্ত্তৃক শষ্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস।

২৯ হেক্টর এলাকায় হরিণ পুনর্বাসন কেন্দ্রের শিকল বেড়া।

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি

			প্রাপক সংখ্যা
১.	দরিদ্র ও অক্ষম মৎস্যজীবীদের বার্ধক্যভাতা প্রদান (প্রতিমাসে ১০০০ টাকা হিসাবে)	:	৪৪০ জন
২.	ব্লক স্তরে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির)	:	৬২০ জন
৩.	জেলা স্তরে মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির)	:	৪০ জন
৪.	দেশী মাগুর মাছ-এর চারা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারী নির্মাণ	:	১ জন
৫.	বিল বাওড়ে দেশী পোনামাছের চারা ছাড়ার প্রকল্প	:	৪২ ইউনিট
৬.	বড় জলাশয়ে দেশী ও বিদেশী পোনামাছের চারা সঞ্চার	:	২৫ ইউনিট
৭.	প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে জাল ও হাঁড়ি বিতরণ	:	২ ইউনিট
৮.	মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রামে ঢালাই রাস্তা নির্মাণ (বিদ্যানগর বাজার হইতে হেমাতপুর এস.টি.কে.কে. রোড পর্যন্ত ভায়া কোবলা)	:	৩ কিলোমিটার
৯.	মৎস্যচাষী দিবস পালন (মৎস্যচাষীর উপস্থিতি - ৫১৫০ জন)	:	৩১ টি ব্লক
১০.	ক) সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পে বড় জলাশয়ে মাছের চারা সঞ্চার	:	৫২টি জলাশয়
	খ) সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পে পরিত্যক্ত খোলামুখ খনিতে মাছের চারা সঞ্চার	:	৮টি ইউনিট
১১.	সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পের আওতায় ''জল ধরো জল ভরো'' প্রকল্পে খনন করা পুকুরে মাছের চারা প্রদান	:	২১০ ইউনিট
১২.	দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জন্য গীতাঞ্জলী প্রকল্পে গৃহনির্মাণ	:	৩৭৪ টি
১৩.	টি.এস.পি. প্রকল্পে আদিবাসী মৎস্যজীবীদের পুকুরে মাছ চাষের উপকরণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান	:	২৬ ইউনিট
১৪.	দরিদ্র মৎস্যজীবীদের জাল ও হাঁড়ি প্রদান	:	৩৭ ইউনিট
১৫.	সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্পে মাছচাষের মিনিকিট বিতরণ	:	৪৭২ ইউনিট
১৬.	'মডেল ভিলেজ' প্রকল্পে মৎস্যজীবীদের গৃহনির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান (৫০,০০০ টাকা হিসাবে গৃহ প্রতি)	:	১৪ ইউনিট
১৭.	ব্লকস্তরে মাটি, কৃষি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ এবং উদ্যানপালন মেলা উদ্‌যাপন	:	৩১ টি ব্লক
১৮.	রাজ্যস্তরের মাটি উৎসব উদ্‌যাপন (লালবাবা আশ্রম, বিরুডিহা, কাঁকসা, বর্ধমান)	:	১ টি
১৯.	প্রাথমিক সমবায় সমিতির অধীন বিলে 'চুনো' মাছের চারা প্রদান	:	৭ ইউনিট
২০.	রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্পে		
	ক) দরিদ্র মৎস্য বিক্রেতাদের স্বাস্থ্যসম্মত তাপনিরোধর বাক্স প্রদান	:	১২৪৩ টি
	খ) দরিদ্র মৎস্য বিক্রেতাদের স্বাস্থ্যসম্মত তাপনিরোধর বাক্স সহ সাইকেল প্রদান	:	২৯৭ টি
	গ) ভ্রাম্যমান মৎস্যযান বিতরণ	:	১৫ টি
	ঘ) খিড়কি পুকুরে দেশীয় প্রজাতির ছোটমাছের (চুনোমাছ) চাষ	:	৭৭ ইউনিট

ঙ) 'ক' শ্রেণীভুক্ত সমবায় সমিতিতে সুসংহত মাছ চাষ (খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস ও ছাগল পালন সহ)	:	৬ ইউনিট
চ) 'সীড মহোৎসব' প্রকল্পে দরিদ্র মৎস্যচাষীদের দেশীয় প্রজাতির মাছের চারা প্রদান	:	৫০০ জন উপভোক্তা
ছ) এম.জি.এন.আর.ই.জি.ই.এ. প্রকল্পে খনন করা পুকুরে পোনা সহ গলদা চিংড়ী চাষ	:	৩৫ ইউনিট
জ) প্রজননক্ষম পাকা মাছ প্রতিপালন প্রকল্প	:	২ ইউনিট
ঝ) ব্লকস্তরের জল মাটি পরীক্ষাগার ও প্রশিক্ষণগৃহ নির্মাণ	:	৪ ইউনিট
২১. এন.এফ.ডি.বি. প্রকল্পে পাঙ্গাস মাছের চাষ	:	৪ ইউনিট

পরিকাঠামো উন্নয়ন গত এক বছরে

- ১টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ — ২৯৪.৩৫ টাকা ব্যয় (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন - ১৪.২.১৪ তারিখে)
- ব্লক স্তরে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অতিথি শালা নির্মাণ — ৪টি, মোট ব্যয় - ৫৮.১৯ লক্ষ টাকা
- দুগ্ধ কেন্দ্রের আধুনীকিকরণ (ফাগুপুর) — ৫০০০ লিটার উৎপাদন প্রতি দিন
- মাদার ডেয়ারী কিয়স্ক — ২৪ টি নতুন চালু হয়েছে - ২৪০ জনের স্বনিযুক্তি

প্রস্তাবিত কাজ (২০১৪ - ১৫)

- হ্যাচারী — ওড়গ্রাম
- ফীড্ প্ল্যান্ট — জামুরিয়া ব্লক - আনুমানিক ব্যয় - ৯০ লক্ষ
- ফডার ফার্ম পুনর্নবীকরণ — মেমারী ব্লক
- গোটারি ফার্ম এর পুনর্নবীকরণ — কাঁকসা ব্লক

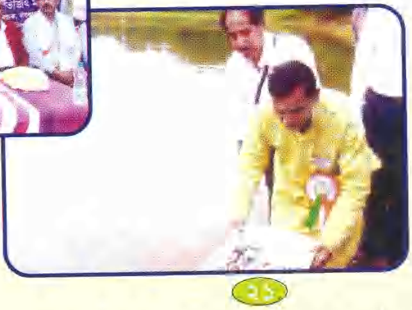

খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি

জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতির তত্ত্বাবধানে ১লা এপ্রিল ২০১৩ থেকে ৩১শে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত নিম্নলিখিত কাজগুলি করা হয়েছে

১। চাল সংগ্রহ : বর্তমান খরিফ মরসুমে (২০১৩-১৪) নিম্নরূপ পরিমাণ চাল সংগৃহীত হয়েছে।

রাজ্য সরকারি খাতে :	১,২৯,৩৭২ মে. টন
ভারতীয় খাদ্য নিগম :	৫,৪২৪ মে. টন
মোট —	**১,৩৪৭৯৬ মে. টন**

সি.এম.আর. : রাজ্য সরকার :

পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিগম	১৬,৩২১ মে. টন
নাফেড	৬৮০ মে. টন
বেনফেড	—
ন্যাকোফ	৯,৯৯৮ মে. টন
জেলা পরিষদ (স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে)	—
এন.সি.সি.এফ.	—
মোট—	**২৬,৯৮৭ মে. টন**

২। **খাদ্যশস্য বন্টন**

এই জেলাতে (ইউ.পি.ডি.এস. অঞ্চল বাদে ৪৮টি এম.আর. ডিস্ট্রিবিউটর এবং ১৯০৫টি রেশন দোকানের মাধ্যমে ১.৪.১৩ থেকে ৩১.৩.১৪ সময় পর্বে নিম্নরূপ পরিমাণ খাদ্যশস্য বন্টিত হয়েছে।

বন্টনের পরিমাণ মেট্রিক টনে

শ্রেণী	চাল	গম
এ.পি.এল.	—	৭৬,২১৪ মে.টন
বি.পি.এল	৬৭,২৬৬	৪৬,৭৬৪ মে.টন
অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা	২৭,০১০	২০,১৮৯ মে.টন
অন্নপূর্ণ যোজনা	২৭৮	— মে.টন
ওয়েল ফেয়ার	৮০	৫২ মে.টন

এছাড়া গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে চিনি, ভোজ্যতেল, ডাল ও কেরোসিন তেল বন্টিত হয়েছে নিম্নরূপ পরিমাণ

	এ.পি.এল.	বি.পি.এল.
চিনি	-	১২,৮৬৪ মে.টন
ছোলার ডাল	১৭৫০ কুইঃ	
পাম তেল (সকলের জন্য)	১৬৮৯৫৬ লি.	
সরষের তেল (সকলের জন্য)	২১০৫১৬ লি.	
কেরোসিন তেল (সকলের জন্য)	৮২,১৫২ কিলোলিটার	

অন্নপূর্ণা যোজনার চাল উপভোক্তাদের বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে। রাজ্য সরকারের তরফে অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের বিনামূল্যে একটি চটের থলে চাল রাখার জন্য দেওয়া হয়েছে।

৩। **রেশন কার্ড প্রদান**

বিগত অর্থবর্ষে যে সংখ্যক রেশন কার্ড এই জেলায় প্রদান ও বাতিল করা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হল ঃ

রেশনকার্ড প্রদান করা হয়েছে	—	২১৭৮০৯
রেশনকার্ড বাতিল করা হয়েছে	—	১৫১৪১৬

বর্তমানে যে পরিমাণ রেশনকার্ড নথিভুক্ত আছে তার পরিমাণ নিম্নরূপ :

শ্রেণী	প্রাপ্ত বয়স্ক	অপ্রাপ্ত বয়স্ক	মোট
এ.পি.এল.	২৯৬৬৪৩৩	২০৫৭৩২৭	৫০২৩৭৬০
বি.পি.এল.	১৩১২১৭৬	২৪১৯৮৮	১৫৫৪১৬৪
অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা	৫৩৮০৫১	৬৩০২৪	৬০১০৭৫
অন্নপূর্ণা যোজনা	৪৫৭১	—	৪৫৭১
মোট	**৪৮২১২৩১**	**২৩৬২৩৩৯**	**৭১৮৩৫৭০**

৪। **বিভিন্ন প্রকল্পের খাদ্যশস্য বন্টনের হার ও দাম :**

		বন্টন হার	দাম
এ.পি.এল.	গম —	৫০০ গ্রাম প্রতি ইউনিট	৬.৭৫ টাকা প্রতি কেজি
বি.পি.এল. —	চাল —	১ কেজি প্রতি ইউনিট	২ টাকা প্রতি কেজি
	গম —	৭৫০ গ্রাম প্রতি ইউনিট	৪.৬৫ টাকা প্রতি কেজি
	চিনি —	১২৫ গ্রাম প্রতি ইউনিট	১৩.৫০ টাকা প্রতি কেজি
অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা —			
	চাল —	১ কেজি প্রতি ইউনিট	২ টাকা প্রতি কেজি
	গম —	৭৫০ গ্রাম প্রতি ইউনিট	২ টাকা প্রতি কেজি
	চিনি —	১২৫ গ্রাম প্রতি ইউনিট	১৩.৫০ টাকা প্রতি কেজি

কেরোসিন তেল — সকল শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে মাথাপিছু ৮৫০ মিলি প্রতি মাসে
দাম — ১৫.৩৩ টাকা প্রতি লিটার থেকে ১৫.৪৭ টাকা

৫। **কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য :**

জেলায় বর্তমানে মোট রেশন দোকান আছে —	১৯০৫ টি
রেশন ডিস্ট্রিবিউটার আছেন —	৪৮ জন
কেরোসিন তেলের এজেন্ট হয়েছেন —	৪৭ জন
বিগ ডিলার রয়েছেন —	১৩৪ জন
কোরোসিন তেলের ডিলার —	২১৩৪ জন
জেলায় নথিভুক্ত চাল কলের সংখ্যা —	৫২৩ টি

এর মধ্যে ৯৭টিতে আতপ চাল উৎপাদিত হয়।

জেলার প্রতিটি রেশন দোকানে তদারকি কমিটি গঠিত হয়েছে। নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে এলাকায় গণবন্টন সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা তা দেখা তদারকি কমিটিগুলির দায়িত্ব। এছাড়াও ব্লক, মহকুমা ও জেলাস্তরে তদারকি কমিটি রয়েছে।

গুদাম ঘর ও অফিস বাড়ি সংক্রান্ত বিষয় ঃ

১. মোট ১২টি ব্লকে ৭৫০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সহ ১৫টি গুদাম ঘর চাল সংরক্ষণের জন্য তৈয়ারী হইতেছে মোট ৫২.০৭ (প্রায়) কোটি টাকা ব্যয়ে।
২. জেলা নিয়ামক, বর্ধমানের অফিস বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু হবে ১.৫৩ (প্রায়) কোটি টাকা ব্যয়ে।
৩. ৩১টি ব্লকে পরিদর্শক মহাশয়ের অফিস ঘর তৈরীর কাজ শুরু হইয়াছে ৩লক্ষ ৯৫হাজার ৮১২টাকা (প্রতি) ব্যয়ে।
৪. এছাড়াও ৭টি সরকারী গোডাউনে Q.C. Lab তৈরীর কাজের প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
৫. কৃষক সহ সাধারণ মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের পদক্ষেপ উৎপাদিত ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সুনিশ্চিত করা, চাষীর ফসলের অভাবি বিক্রি বন্ধ হয়েছে।
৬. রেশন কার্ডের বৈদ্যুতিন তথ্য ভান্ডার তৈরী।
৭. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর ৩কোটি ২০লক্ষ মানুষকে ২টা কেজি দরে চাল দেওয়া।

জন অভিযোগ ও সহায়তা কেন্দ্র
টোল ফ্রি - ১৯৬৭
১৮০০ ৩৪৫ ৫৫০৫

ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি

বিদ্যুৎ সংযোগ (নতুন)

- গৃহস্থ — ১১৪৮৭২ জন ক্রেতার হয়েছে ও ২১৫১৪ টির কাজ চলছে।
- বাণিজ্যিক — ৭৯৮০ টি ক্রেতার হয়েছে ও ২৪৬৭ টির কাজ চলছে।
- শিল্প ক্ষেত্র — ২৬০ টি ক্রেতার হয়েছে ও ৮৬ টির কাজ চলছে।
- বড় শিল্প — ৭ টি
- গুচ্ছ ক্রেতা — ৭৫ টি সম্পূর্ণ এবং ৫১ টির কাজ চলছে।
- সরকারী পাম্পসেট — ৭৫ টি সম্পূর্ণ এবং ২৮২ টির কাজ চলছে।

সাব স্টেশন স্থাপন বা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নতুন লাইন স্থাপন ঃ

- নতুন ৩৩/১১ কেভি — ৫ টি সাব স্টেশন হয়েছে ও ৪ টির কাজ চলছে।
- ক্ষমতা বৃদ্ধি — ১০ টি সাব স্টেশন হয়েছে ১৮ টির কাজ চলছে
- ৩৩ কেভি লাইন — ১২৬ কি.মি.
- ১১ কেভি লাইন — ৬৫০ কি.মি.
- এল.টি. লাইন — ১৯৩১ কি.মি.
- নতুন বিতরণ ট্রান্সফরমার — ১১৮৭ টি
- বিতরণ ট্রান্সফরমার এর ক্ষমতা বৃদ্ধি — ৪৬০ টি

বিদ্যুৎ সরবরাহে আধুনিকীকরণ

- প্রকল্প — কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, গুসকরা ও মেমারী শহরগুলি।

১৩২/৩৩ কেভি সাব স্টেশন-এর ক্ষমতা বৃদ্ধি - ৫টি হয়েছে

- প্রস্তাবিত-৫ টি (আসানসোল, উখড়া, কালনা, কাটোয়া, রায়না)

৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন থেকে ১৩২/৩৩ কেভি-তে উন্নয়ন

- প্রস্তাবিত - ৪টি (কাটোয়া, রায়না, সাতগেছিয়া,উখড়া)

২২০/১৩২ কেভি সাব স্টেশন তৈরীর প্রস্তাব - ১ টি (বর্ধমান শহর)

ক্ষুদ্র শিল্প

স্ব নিযুক্তি প্রকল্পে উপকৃত উপভোক্তা — ১৫২২ জন — ২১১৭.০২ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদান

আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড প্রদান — ১৩১৬ জন — ৩৪৫.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

বার্ধক্য ভাতা প্রদান - ১৮১ জন উপভোক্তা — ১৬.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে

ই.এম.-১ — ৫১৭টি — ১৮৬৬৫.৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে — ৫৬৭০ জনের কর্মসংস্থান

ই.এম.-২ — ৯৫১টি — ৮৫৬২.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে — ৭৭৩৪ জনের কর্মসংস্থান

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

ইন্দিরা আবাস যোজনা ঃ

গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীন পরিবারগুলির নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্যে "ইন্দিরা আবাস যোজনা" একটি আবাসন কর্মসূচী।

একটি নতুন গৃহ নির্মাণের জন্য উপভোক্তা পিছু মোট ৭০,০০০/- টাকা তিনটি কিস্তিতে দেওয়া হয়।

এই শৌচালয় নির্মাণের জন্য 'নির্মল ভারত অভিযান' কর্মসূচী থেকে ১০,০০০/- টাকা ব্যয়ে একটি শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয় যার জন্য উপভোক্তাকে মাত্র ৯০০/- টাকা ব্যয় করতে হয়।

এছাড়াও ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে উপভোক্তা পিছু ৯০ দিনের মজুরি প্রদান করা হচ্ছে যার বর্তমান মূল্য ১৫,২১০/- টাকা।

গত আর্থিক বছরে (২০১৩-১৪) এই জেলায় ১১,৬১৮ টি তপশিলি জাতি/উপজাতি পরিবার ২,৩৯৩ টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার ও ১,৩৪৯ টি সাধারণ পরিবার অর্থাৎ সর্বমোট ১৫,৩৬০ টি পরিবারকে নতুন গৃহ প্রদান করা হয়েছে। চলতি বছরে (২০১৪-১৫) ২৩,৮৭০ টি তপশিলী জাতি/উপজাতি পরিবার ৫,৪৪৫টি সংখ্যালঘু পরিবার এবং ৫,৫২২টি সাধারণ পরিবার অর্থাৎ মোট ৩৪,৮৩৭ টি পরিবারকে গৃহ প্রদানের কাজ শুরু হয়েছে।

সামাজিক সহায়তা প্রকল্প

চলতি বছরে (২০১৪-১৫)
আম আদমি বীমা যোজনা — শংসাপত্র প্রদান — ১৪০৭১০ জন উপভোক্তা
এন.এফ.বি.এস. — ১১২৫ জন উপভোক্তা — ৪২৫.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়
বার্ধক্য ভাতা প্রদান — ৪৫৬৪৪ জন উপভোক্তা — ১৩১৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়
প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান — ১৪৬৯ জন উপভোক্তা — ৪৩.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয়
বিধবা ভাতা প্রদান — ৫৫৩১১ জন উপভোক্তা — ১৮২৮.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়

ISGP

- ১৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করে ২১৮১ লক্ষ টাকা উন্নয়ন খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে।
- ১৪৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত কাগজহীন পঞ্চায়েতের তকমা পেয়েছে।

।। নতুন ভাবনার আলোয়।।

- "আমার গ্রামে আমার পঞ্চায়েত" - এর ভাবনা : পঞ্চায়েতকে মানুষের আরো কাছে নিয়ে যাওয়া - জিলা পরিষদ গ্রাম সংসদে বসে পরিচালনা করা
- ব্লকে ব্লকে উন্নয়নের ধারায় জিলা পরিষদ
- আসানসোলে জিলা পরিষদ কার্য্যালয় নব কলেবরে মানুষের কাছে
- নিজস্ব আয় বৃদ্ধি - মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে প্রায় দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে
- জিলা পরিষদ এখন মা-মাটি-মানুষের একান্ত আপন ভরসা হয়ে উঠেছে

।। প্রকল্প ঘোষণা।।

- আদিবাসী সংগ্রহশালা - মোলানদিঘী
- সৌর শক্তির আলো - জেলার সকল আদিবাসী গ্রাম - কবর স্থান - শ্মশান
- আদিবাসী নৃত্য, গান, বাজনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- আদর্শ গ্রাম - প্রতি ব্লকে একটি
- আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত - প্রতি ব্লকে একটি
- সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন - সমাজের দুঃস্থ/মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
- পরিবহনে নতুন রুট তৈরী করা - যোগাযোগের উন্নয়ন
- নতুন রাস্তা - প্রতি ব্লকে একটি
- স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা
- আদর্শ PHC / After Upgradation
- আদর্শ ICDS Centre
- আদর্শ শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK)
- আদর্শ রেশন / গণবন্টন ব্যবস্থা কেন্দ্র
- ফুটবল কোচিং সেন্টার - অনূর্ধ ১৬
- অর্থনৈতিক ভাবে অনুন্নত আদিবাসীদের জন্য পাট্টা প্রদান
- ইকো পার্ক - পর্যটনে উন্নয়ন
- বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - যুব সমাজকে স্বাবলম্বী করা
- প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - মানব সম্পদের উন্নয়ন
- গুচ্ছ সেচ প্রকল্পের ঘোষণা - কৃষিতে উন্নয়ন
- গ্রীণ হাউস তৈরীতে উৎসাহ দান - কৃষিতে উন্নয়ন

General Information

District Profile

Geographical Area	:	7024 Sq.km.
Total Population	:	7723663 (Census-20 I I) Male - 3975356 Female - 3748307
Temperature	:	30^{0}c
Average Rainfall	:	1460mm
	:	North 23^{0}53' / South 22^{0}56' East 88^{0}25' / West 86^{0}48'
Rural Population (Panchayet Area)	:	4644079
Male	:	2378398
Female	:	2265681
Population Destiny (per K.M.^{2})	:	1100
Sex Ratio	:	951
Literates (Census - 2011)	:	5350197 (77.15%)
Male	:	2979074 (83.44%)
Female	:	2371123 (70.47%)
Cultivable Land	:	4,76,000 hects
Irrigated Land	:	3,38,000 hects
Non-Irrigated Land	:	1,38,000 hects
Sub-Division	:	6
Mouza	:	2529
Block	:	31
Police Station	:	33
Municipal Corporation	:	2
Municipality	:	9
Assembly Constituency	:	25
Parliamentary Constituency	:	05
Panchayat Samiti	:	31
Zilla Parishad Member	:	75+58 (Ex-officio)
Panchayat Samiti Member	:	779
Gram Panchayat	:	277
Gram Panchayat Member	:	4067
Village	:	2728
Gram Sansad	:	4065
Sishu Siksha Kendra	:	1063
Madhyamik Siksha Kendra	:	99
No. of High School	:	808
No. of Primary School	:	3996
No. of Madrasha	:	34
No. of Rural Hospital	:	06
No. of Primary Health Centre	:	106
No. of Sub-Centre	:	765
No. of BPHC	:	29

Members, Burdwan Zilla Parishad

1. DebuTudu	-	Sabhadhipati	9474080808 / 9547620211
2. Priya Sutradhar	-	Sahakari Sabhadhipati	9609766257 / 8372910761
3. Suren Hembram	-	Adhaksha	9434690246
4. Golam Jarjis Sekh	-	Karmadhyaksha	9474784111 / 9332004319
5. Uttam Kumar Chakraborty	-	Karmadhyaksha	9475185627
6. Narendra Nath Chakraborty	-	Karmadhyaksha	9475744347
7. Narayan Hazra Choudhury	-	Karmadhyaksha	9434472890
8. Sk Mohammad Ismile	-	Karmadhyaksha	9434468528
9. Rupesh Kumar Yadav	-	Karmadhyaksha	9332251328 / 9434650692
10. Pinki Saha	-	Karmadhyaksha	9547396895
11. Alok Kumar Majhi	-	Karmadhyaksha	9800633901
12. Mithu Majhi	-	Karmadhyaksha	9647513274
13. Smt. Sabita Gharui (Majhi)	-	Member	9474552369
14. Nursessa Begam	-	Member	8444903108
15. Shampa Dhara	-	Member	9749782707
16. Md. Aparthiba Islam	-	Member	9734296743
17. Rina Kumar (Roy)	-	Member	9153229870
18. Nepal Ghorui	-	Member	9732032278
19. Mandira Dalui	-	Member	9933762965
20. Basudev Dan	-	Member	9434014912
21. Arun Roy	-	Member	8967934297
22. Mehela Kirttania (Show)	-	Member	9332933740
23. Kshetramohan Maji	-	Member	8001674357
24. Krishna Bag	-	Member	8145305419
25. Mamoni Murmu	-	Member	9153773032
26. Bapi Hansda	-	Member	9851549480
27. Anjali Mondal	-	Member	
28. Chhanda Sinha Ray	-	Member	9434667806
29. Gitarani Hansda (Hembram)	-	Member	9093170711
30. Shanti Chal	-	Member	9732135133
31. Bimal Chandra Saren	-	Member	9647934999
32. Sima Halder	-	Member	9647978014
33. Manika Roy	-	Member	9475868848
34. Nurul Hassan Sk.	-	Member	9332309510 / 9933574442 / 9749756289
35. Smt. Gargi Naha	-	Member	9126842503
36. Sujay Malik	-	Member	9749872557
37. Champa Mistri	-	Member	8389999646

38. Ayesha Mahafuza	-	Member	9734771909
39. Shantanu Koner	-	Member	8967720238 / 9153377702
40. Smt. Chandana Samanta	-	Member	7407914303
41. Bagbul Islam	-	Member	9475853510 / 9933447540
42. Arundhuti Sen	-	Member	9474374824
43. Bikash Basak	-	Member	9732217764
44. Bipul Das	-	Member	9732359975
45. Smrita Goswami	-	Member	9832236959
46. Saraswati Biswas (Das)	-	Member	9932298853
47. Sushanta Majhi	-	Member	9002711756
48. Bipattaran Mondal	-	Member	9732218645
49. Namita Barman	-	Member	9593520835
50. Saheba Khatun	-	Member	9474495138
51. Moniruzzman Mir	-	Member	9732949385
52. Amal Kumar Saha	-	Member	9593196360
53. Mita Majhi	-	Member	8371826761
54. Manindra Barman	-	Member	9734242783
55. Arati Das	-	Member	9474769943
56. Bikash Narayan Chowdhury	-	Member	9732027029
57. Smt. Kakali Raja	-	Member	9434576089
58. Rahaman Salek Sekh (Tagar)	-	Member	9434358088 / 9735168540
59. Rubi Dhibar	-	Member	9153806242
60. Debdas Baksi	-	Member	9475742985
61. Baishakhi Banerjee	-	Member	9476228523
62. Paresh Chandra Pal	-	Member	9474545877
63. Thakurani Bagdi	-	Member	9732051483
64. Mousumi Laha	-	Member	8116112804
65. Nadia Dhibar	-	Member	9735143433
66. Hansu(Sau) Dutta	-	Member	9735141793
67. Shyamal Bagdi	-	Member	9975230707
68. Sandhya Dhibar	-	Member	7872189008
69. Renudebi Nonia	-	Member	9434037477
70. Tapas Chakraborty	-	Member	8926683197
71. Biswanath Bouri	-	Member	9735189166
72. Mithu Sou Mondal Khan	-	Member	8906831647
73. Tapasi Chowdhury	-	Member	9474911913
74. Swapan Bouri	-	Member	9732285037
75. Sudhakar Karmakar	-	Member	9932033919

আমাদের যা মনে রাখতে হবে

১। বছরের মে ও নভেম্বর মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গ্রাম সংসদ সভাগুলি করতে হবে।

২। ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ষান্মাসিক ব্লক সংসদ সভাগুলি করতে হবে।

৩। জুন-জুলাই মাসে বার্ষিক ব্লক সংসদ সভাগুলি করতে হবে।

৪। প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার স্বরোজগার গোষ্ঠীর সভাগুলি হবে।

৫। প্রতি মাসের চতুর্থ শনিবার জনস্বাস্থ্যের সভাগুলি করতে হবে (প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে)।

৬। প্রতি মাসের দ্বিতীয় কর্মদিবসে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সমস্ত রিপোর্টগুলি পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠাতে হবে।

৭। প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সমস্ত রিপোর্ট জেলা পরিষদে পাঠাতে হবে।

৮। প্রতি মাসের ৮ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের ফর্ম-২৭ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওয়েব-সাইটে তুলতে হবে।

৯। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তরে বাজেট মিটিংগুলি সময়মত করতে হবে এবং বাজেটটি যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ১০ই মার্চের মধ্যে।

১০। প্রতি মাসে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে ১০টি স্থায়ী সমিতির সভা অবশ্যই করতে হবে।

১১। প্রতি ২ মাস অন্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-সমিতির সভাগুলি করতে হবে।

১২। প্রতি মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। স্বাস্থ্য বিধান ও পানীয় জল পরীক্ষা বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। 'নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত' ঘোষণা করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৩। প্রতি ৩ মাস অন্তর জেলা পরিষদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৪। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে জেলা পরিষদের অর্ধবার্ষিক সংসদ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৫। জুলাই-আগস্ট মাসে জেলা পরিষদের বার্ষিক সংসদ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

১৬। প্রতি মাসে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. প্রকল্পের পাক্ষিক রিপোর্ট ১৮ তারিখের মধ্যে এবং মাসিক রিপোর্ট পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে জেলা দপ্তরে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

১৭। প্রতি মাসে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তিনটি স্তরেই সমস্ত প্রকল্পের রূপায়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে কার্যকরী পর্যালোচনা সভাগুলি করতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে প্রতি মাসে একবার এস.জি.এস.ওয়াই. সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়ে এবং আর একবার এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা সভা করতে হবে।

১৮। গ্রহণীয় সমস্ত প্রকল্পের কাজগুলি যথাসম্ভব সত্ত্বর রূপায়ন করতে হবে এবং অর্থের সদ্ব্যবহার শংসাপত্র নির্দিষ্ট দপ্তরে পাঠাতে হবে।

১৯। বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের আর্থিক অনুদান উপভোক্তার কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে হবে।

২০। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমস্ত বিষয়গুলি অবহিত করার জন্য জনসাধারণকে সহযোগিতা করতে হবে।

নির্মল ভারত অভিযান

বর্ধমান জিলা পরিষদ
জেলা জল ও স্বাস্থ্যবিধান সেল

রোগ দেব না - রোগ নেব না ঃ নিরোগ শরীর চাই

আসুন নির্মল ভারত অভিযানের মাধ্যমে আমরা গড়ে তুলি সুস্থ ও সুন্দর জীবন

আমাদের তিনটি সংকল্প

বাড়ীর সবাই
সব সময়ে শৌচাগারই
শুধু ব্যবহার করবো

খাওয়ার আগে,
শৌচের পরে সাবান
দিয়ে হাত ধোবো

নিরাপদ জল
পান করবো

জাতীয় স্বাস্থ্যবিধান সচেতনতা কর্মসূচী
৯ই সেপ্টেম্বর - ৯ই অক্টোবর ২০১৪
বিশুদ্ধ জল, স্বাস্থ্যবিধান
উন্নত করে জীবনের মান

আমার শৌচাগার আমার স্বাস্থ্য আমার সম্মান

জেলার প্রতিটি মানুষের চিন্তা, উৎকর্ষতা ও চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে
সকলের সহযোগিতায় — বর্ধমান জিলা পরিষদ এগিয়ে চলেছে।।